দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 APR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

এস এস সি পরীক্ষা

আড়াই সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী ও ২০ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (সোমবার) ১৯৯৩ সালের এসএসসি অংক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সারাদেশে ছাব্বিশ শতাধিক পরীক্ষার্থী এবং অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগিতা করার অভিযোগে ২০ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হইয়াছেন। বোর্ডসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া সারাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সীতাকুন্ডে পরীক্ষায় নকল করিতে বাধা দিতে গিয়া কর্তব্যরত ২ জন শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে বহিষ্কারের সংখ্যা (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষা
প্রথম পৃষ্ঠার পর

বশী। ইত্তেফাকের সংবাদদাতাবন্দ ও বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই শিক্ষাবোর্ডে এক হাজার ৮৫ জন পরীক্ষার্থী এবং ৬ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হইয়াছেন। রাজশাহী জেলায় ৩৭ জন, নবাবগঞ্জ জেলায় ৩৪ জন, নাটোর জেলায় ১৭ জন, নওগাঁ জেলায় ৫৩ জন, পাবনা জেলায় ৫৩ জন, রংপুর জেলায় ৮৩ জন, গাইবান্ধা জেলায় ২৭১ জন, নীলফামারী জেলায় ৩০ জন, দিনাজপুর জেলায় ২৪৪ জন, ঠাকুরগাঁও জেলায় ৪৪ জন, পঞ্চগড় জেলায় ২৩ জন, বগুড়া জেলায় ৫৪ জন, জয়পুরহাট জেলায় ২৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। ইহাছাড়া নওগাঁ জেলায় ১ জন, পাবনা জেলায় ৪ জন, দিনাজপুর জেলায় ১ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

কুমিল্লা বোর্ডের মোট বহিষ্কারের সংখ্যা ৭৩১। ইত্তেফাকের কুমিল্লা সংবাদদাতা জানান, কুমিল্লা জেলায় ২৫৫ জন, কক্সবাজার জেলায় ৪৭ জন, ফেনী জেলায় ৯৩ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ৭জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ৩৪ জন, চাঁদপুর জেলায় ৩৭ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৪৯ জন, হবিগঞ্জ জেলায় ১৭ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ১৯২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। ইহাছাড়া লাকসামে ২ জন, দাউদকান্দিতে ২ জন, চৌদ্দগ্রামে ২ জন, সীতাকুণ্ডে ২ জন, রাউজানে ৪জন, রাঙ্গুনিয়ায় ১জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হন। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সময় বাধা দিতে গিয়া সীতাকুণ্ড কেন্দ্রে ২জন শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। ফটিকছড়ি কেন্দ্রে নকল সরবরাহের সময় ২ জন তরুণকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে মোট বহিষ্কারের সংখ্যা ৫৮০। বোর্ডসূত্রে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১২ জন, নরসিংদী জেলায় ৩৫ জন, মুন্সিগঞ্জ জেলায় ১জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ৩০জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৯৩জন, ফরিদপুর জেলায় ৩৩জন, মাদারীপুর জেলায় ২১জন, শরিয়তপুর জেলায় ৭জন, রাজবাড়ি জেলায় ১৯জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ৫৪ জন, ময়মনসিংহ জেলায় ১১৩ জন, কিশোরগঞ্জ, জেলায় ৪৯ জন, নেত্রকোনা জেলায় ৩১ জন, জামালপুর জেলায় ৩৬ জন, শেরপুর জেলায় ৪৬ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। গাজীপুর জেলার তথ্য পাওয়া যায় নাই।

যশোর শিক্ষাবোর্ডে বহিষ্কারের সংখ্যা ২২৯। বোর্ডসূত্রে জানা যায়, যশোর জেলায় ৩০ জন, নড়াইল জেলায় ১১ জন, ঝিনাইদহ জেলায় ২৫ জন, কুষ্টিয়া জেলায় ৩২ জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৫ জন, খুলনা জেলায় ১৮ জন, বাগেরহাট জেলায় ১ জন, ঝালকাঠি জেলায় ১২ জন, পটুয়াখালী জেলায় ৩ জন, বরিশাল জেলায় ৫৮ জন, বরগুনা জেলায় ২৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। বরগুনা জেলায় ১ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হন।

বরিশাল অফিস জানায়, উজিরপুর কেন্দ্র হইতে গতকাল ৩৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কিছু পরীক্ষার্থী ও বাইরের 'অতি উৎসাহীরা' গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শক্ত হাতে উহা দমন করেন। এ, ডি, এম জানান, কিছু অনাহূত লোক শুধু পরীক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছে। মেহেন্দিগঞ্জে ৮ জন, আগৈলঝাড়া ৪জন, বাকেরগঞ্জে ৫, বাবুগঞ্জে ২জন বহিষ্কার হয়।

ময়মনসিংহ সংবাদদাতা জানান, গতকাল ত্রিশাল নজরুল একাডেমী কেন্দ্রে পরীক্ষায় নকল সরবরাহের দায়ে জনৈক মনসুর আহমদকে ১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের কারদণ্ড প্রদান করা হয়। দণ্ডিত মনসুর গতকাল অংক পরীক্ষা চলাকালে জনৈক পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহ করিতে গেলে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট মকবুল হোসেন তাহাকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলেন। এই সময় সে ম্যাজিস্ট্রেটকে আঘাত করিয়া পালাইতে চেষ্টা করে। তবে তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে ১৯৮০ সনের পরীক্ষা আইনের আওতায় তাহার বিরুদ্ধে ত্রিশাল থানায় মামলা দায়ের করা হইলে থানা ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল হক তাহাকে উক্ত আইনবলে গতকালই উপরোক্ত সাজা দেন। নকল করার অভিযোগে গতকাল জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ৯৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়।